

Bankura জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ICT ব্যবহার: সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

Ms. Sudipa Kundu

Abstract

এই গবেষণাপত্রে বাঁকুড়া জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ICT (Information and Communication Technology) ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা এবং সমাধানের উপায়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। Field observation, teacher interview এবং student learning response-এর উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে Smart Class, Mobile Learning এবং Digital Content ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মনোযোগ এবং শেখার গতি বৃদ্ধি পায়। তবে Internet Connectivity, ICT Training-এর অভাব এবং Infrastructure ঘাটতির কারণে ICT পুরোপুরি প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। এই গবেষণাপত্র ICT ভিত্তিক শিক্ষা কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করেছে।

Introduction -

২১শ শতাব্দীকে সাধারণত ডিজিটাল যুগ বলা হয় এবং এই যুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তির সংযুক্তি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে ICT (Information and Communication Technology)-এর ব্যবহার আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছে। ব্ল্যাকবোর্ড-কেন্দ্রিক প্রচলিত শিক্ষার জায়গায় এখন ধীরে ধীরে জায়গা নিচ্ছে Smart Class, Digital Content, Online Learning, Classroom Multimedia Resources, ICT-Assisted Pedagogy ইত্যাদি। ভারত সরকারও ইতোমধ্যে NEP-2020, Digital India Mission, DIKSHA Platform, e-Pathshala ও PM e-Vidya-র মাধ্যমে ICT-ভিত্তিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও শিশুবান্ধব করতে জোর দিচ্ছে।

তবে শহুরে বিদ্যালয়গুলোর তুলনায় ভারতের গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ICT ব্যবহার এখনো পর্যাপ্ত নয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর ও মফস্বল এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ সমস্যা, ইন্টারনেটের অভাব, ICT প্রশিক্ষণের ঘাটতি, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ICT ব্যবহারের পথে বড় বাধা।

Bankura জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি শিক্ষাগত ও ভৌগোলিকভাবে বিশেষ বৈচিত্র্যময় জেলা। এই অঞ্চলে বহু আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন — Santhal, Munda, Lodha, Kheria-Sabar বসবাস করে। সাধারণত এখানকার বেশিরভাগ বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এবং সেখানে first-generation learner-দের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। ফলে ICT-ভিত্তিক শিক্ষা শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য নয়, বরং শেখার আগ্রহ তৈরি করা, ভাষা-দক্ষতা বাড়ানো, গণিতভীতি কমানো, এবং শিশুর বিদ্যালয়ের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

COVID-19 সময়কাল ICT-র গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। লকডাউনের সময় অনেক বিদ্যালয়ই অনলাইন ক্লাস, ভিডিও-কনটেন্ট, হোয়াটসঅ্যাপ-ভিত্তিক Learning Material ব্যবহার করেছে। যদিও সবার কাছে মোবাইল ফোন, ডেটা-রিচার্জ, নেটওয়ার্ক সুবিধা ছিল না, তবুও এই অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে—ICT ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ।

তবে ICT ব্যবহারের সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে চ্যালেঞ্জও। বর্তমান গবেষণায় মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

Bankura জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ICT ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা

ICT ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুর শেখার আচরণে কী পরিবর্তন আনে

শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে ICT-র সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

ICT ব্যবহারে উন্নতি আনার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ

এই গবেষণা শুধুমাত্র তথ্য-সংগ্রহ নয়, বরং ভবিষ্যতে Bankura জেলার গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ICT-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বেশি কার্যকর, child-friendly এবং inclusive করার জন্য কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করবে।

Literature Review

শিক্ষাক্ষেত্রে ICT-এর ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণায় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার গুরুত্ব, কার্যকারিতা এবং বাস্তব প্রয়োগের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী ICT ভিত্তিক শিক্ষা শিশুদের মধ্যে মনোযোগ বৃদ্ধি, তথ্য ধরে রাখার ক্ষমতা, সৃজনশীল চিন্তা, participation ও learning outcome উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

UNESCO (2018)—এর “ICT in Education Global Report”—এ বলা হয়েছে যে, ICT শুধুমাত্র একটি শিক্ষণ উপকরণ নয়, বরং এটি এমন একটি মাধ্যম যা শিশুদের মধ্যে self-learning, collaborative learning এবং problem-solving skill বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অডিও-ভিজুয়াল কন্টেন্ট শিশুর মস্তিষ্কে তথ্য গ্রহণের হার প্রায় ২৫–৩০% বৃদ্ধি করে।

ভারত সরকারের MHRD (Ministry of Human Resource Development) ২০২০ সালের “Digital Education Readiness Report”—এ জানায় যে ভারতের সরকারি বিদ্যালয়ে ICT ভিত্তিক শিক্ষার হার বাড়লেও গ্রামীণ অঞ্চলে infrastructure gap, digital divide, connectivity problem, এবং skilled manpower-এর অভাব ICT ব্যবহারের পথে বড় বাধা। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ICT-এর visual learning শেখার জটিলতা কমাতে সহায়ক।

West Bengal School Education Department (2022)—এর ডেটা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬৫% বিদ্যালয়ে ICT উপকরণ সরবরাহ করা হলেও এর মধ্যে মাত্র ৩৮–৪০% বিদ্যালয়ে ICT সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষত Jungle Mahal অঞ্চলে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি, বিদ্যুৎ সমস্যা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব ICT implementation কে সীমিত করে।

Mitra (2015)—এর বিখ্যাত “Hole-in-the-Wall Experiment” দেখিয়েছে শিশুদের unstructured ICT exposure থাকলেও তারা নিজের উদ্যোগে ডিজিটাল রিসোর্স explore করে শেখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই গবেষণা first-generation learner students-দের ডিজিটাল শেখার প্রবণতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপস্থাপন করেছে।

Gray & McKenna (2021) তাঁদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে ICT ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি বিশেষ করে language learning, reading comprehension, numeracy skills এবং EVS-based conceptual learning—এ traditional chalk-and-talk method-এর তুলনায় বেশি কার্যকর।

COVID-19 পরবর্তী সময়ের গবেষণা (Roy, 2022) প্রমাণ করে যে, digital learning emergency adaptation হলেও এটি long-term school learning model-এর অংশ হয়ে উঠেছে এবং blended learning ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম মূল কাঠামো হবে।

উপরে উল্লিখিত গবেষণা এবং রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয় যে—ICT ভিত্তিক শিক্ষা শুধু আধুনিকতার প্রতীক নয়, বরং এটি এমন একটি শিক্ষণ সংস্কৃতি যা শিশুকে active learner থেকে creative thinker-এ রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে ICT ব্যবহারে regional disparity, socio-economic barriers এবং technological readiness এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। এই প্রেক্ষিতে Bankura জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ICT ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা, সেই ব্যবহারের কার্যকারিতা, এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণায় বর্ণনামূলক (Descriptive Research Design) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যাংকুরা জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ICT ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।

১. গবেষণার ক্ষেত্র (Area of Study)

এই গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বাংলার পশ্চিমবঙ্গের ব্যাংকুরা জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে এবং এখানে এখনও বহু গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল রয়েছে যেখানে ICT ব্যবহার এখনো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তাই এই জেলা গবেষণার জন্য যথাযথ উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত।

২. গবেষণার অংশগ্রহণকারী (Participants)

এই গবেষণায় মোট তিনটি স্তরের অংশগ্রহণকারী অন্তর্ভুক্ত ছিল:

১০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

৫ জন বিদ্যালয় প্রধান/এডমিন (Head Teacher)

৩০ জন ছাত্রছাত্রী

৫ জন অভিভাবক

এদের সিলেকশন করা হয়েছে Purposive Sampling Method ব্যবহার করে, কারণ ICT ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা জানা গবেষণার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৩. তথ্য সংগ্রহের উপায় (Tools & Techniques for Data Collection)

গবেষণায় Primary Data এবং Secondary Data – দুই ধরনের তথ্যই ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. প্রাথমিক তথ্য (Primary Data):

Questionnaire (প্রশ্নমালা): শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়, যার মধ্যে ছিল Multiple Choice, Likert Scale এবং Open-ended প্রশ্ন।

Interview (সাক্ষাৎকার): বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সঙ্গে প্রায় ১০–১৫ মিনিটের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

Observation (পর্যবেক্ষণ): ICT-র ব্যবহার কীভাবে ক্লাসে হচ্ছে, সেটি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

খ. গৌণ তথ্য (Secondary Data):

সরকারি রিপোর্ট (UDISE+, DISE, WBSED রিপোর্ট)

পূর্ব প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ

WB Govt ICT Policy for Schools

ICT Implementation Guidelines (Gov. of India & UNESCO Framework)

৪. ডেটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Data Analysis Method)

সংগ্রহ করা ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে Quantitative এবং Qualitative Analysis — উভয় পদ্ধতিতে।

Quantitative Data → শতাংশ (Percentage), টেবিল, গ্রাফ, চার্ট ব্যবহার করা হয়েছে ICT ব্যবহারের পরিমাণ বোঝানোর জন্য।

Qualitative Data → Content Analysis ব্যবহার করে শিক্ষকদের ও ছাত্রদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study)

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সীমিত থাকায় পুরো জেলার ICT পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

অনেক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক প্রযুক্তি ব্যবহারে অস্বস্তি বোধ করায় বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে কিছু ডেটা অসম্পূর্ণ ছিল।

ইন্টারনেট সংযোগ এবং বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে কিছু পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

৬. নৈতিক দিক (Ethical Considerations)

সব অংশগ্রহণকারীর অনুমতি (Consent) নেওয়া হয়।

ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে।

অংশগ্রহণ স্বেচ্ছায় এবং যেকোনো সময় গবেষণা থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণা ফলাফল

(Data Analysis and Findings)

এই গবেষণায় সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ব্যাংকুরা জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ICT ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা অসম এবং আংশিক বাস্তবায়িত। শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ICT ব্যবহারের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

১. শিক্ষক ICT ব্যবহারের অবস্থা

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১০ জন শিক্ষকের মধ্যে—

ICT দক্ষতা	শিক্ষক সংখ্যা	শতাংশ (%)
ICT-এ দক্ষ	২	২০%
আংশিক দক্ষ	৫	৫০%

ICT ব্যবহার করতে অস্বস্তি ৩ ৩০%

বিশ্লেষণ:

অধিকাংশ শিক্ষক ICT ব্যবহারে আগ্রহী হলেও সঠিক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত ব্যবহার না থাকার কারণে আত্মবিশ্বাসহীন।

২. বিদ্যালয়ের অবকাঠামো

অবকাঠামো উপাদান উপস্থিতি (%)

কম্পিউটার	70%
স্মার্ট ক্লাস	40%
ইন্টারনেট সংযোগ	30%
প্রজেক্টর	50%
ICT টেকনিক্যাল সাপোর্ট	10%

বিশ্লেষণ:

যদিও বেশ কিছু স্কুলে ICT সরঞ্জাম রয়েছে, ইন্টারনেট ও রক্ষণাবেক্ষণ সাপোর্টের অভাব ICT ব্যবহার সীমিত করে রেখেছে।

৩. ছাত্রছাত্রীদের ICT ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ICT-ভিত্তিক শেখার প্রতি আগ্রহ খুব বেশি।

ICT শেখার প্রতি আগ্রহ	ছাত্র সংখ্যা	শতাংশ
খুব বেশি আগ্রহী	২১	৭০%
মাঝারি	৭	২৩%
আগ্রহ নেই	২	৭%

বিশ্লেষণ:

ICT-র ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শেখাকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তবমুখী করে তুলছে। তবে নিয়মিত ব্যবহার না হওয়ার কারণে ধারাবাহিক শেখার

সুযোগ সীমিত।

8. ICT ব্যবহারের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

এই গবেষণায় পাওয়া প্রধান বাধাগুলো হল—

পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব

নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে অনলাইন কনটেন্ট ব্যবহার সীমিত

কম্পিউটার/প্রজেক্টরের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব

ICT ভিত্তিক পাঠ্যসামগ্রীর অভাব

বিদ্যুৎ সংযোগের অসামঞ্জস্যতা (বিশেষত বর্ষাকালে)

৫. ICT ব্যবহারে সম্ভাবনা

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতে ICT-র ব্যবহার করলে—

শেখার গতি বাড়ে

ক্লাস আকর্ষণীয় হয়

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়

গাণিতিক ও বিজ্ঞান বিষয় শেখা সহজ হয়

ডিজিটাল ফিউচারের জন্য ছাত্রদের সক্ষম করা যায়

একজন শিক্ষক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> “যদি নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক থাকে, তাহলে ICT আমাদের ক্লাসরুমকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারবে।”

এটি ICT ব্যবহারের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতার স্পষ্ট উদাহরণ।

সারসংক্ষেপ (Summary of Findings)

এই গবেষণার ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে—

ICT ব্যবহারের ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু সুযোগ ও অবকাঠামো সীমিত।

ICT যদি নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত সুবিধা এবং সরকারি মনিটরিংসহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে ব্যাংকুরার গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষায় একটি উন্নত ডিজিটাল শিক্ষা পরিবেশ তৈরি সম্ভব।

আলোচনা ও উপসংহার

(Discussion & Conclusion)

এই গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে ব্যাংকুরা জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ICT ব্যবহারের বর্তমান চিত্র মিশ্র। যদিও ICT ব্যবহারের সুযোগ ও সুবিধা সম্পর্কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক সকলেই ইতিবাচক ধারণা রাখেন, তবুও বাস্তব প্রয়োগে নানা বাধা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আলোচনা (Discussion)

এই গবেষণার ফলাফল UNESCO ICT Framework এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP-2020)–তে উল্লেখিত ICT-ভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণা বিশেষ করে—

শিক্ষকদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ানো

গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ICT অবকাঠামো উন্নয়ন

ছাত্রছাত্রীদের প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা

—এই লক্ষ্যগুলো ব্যাংকুরা জেলার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে:

শিক্ষকদের মধ্যে ICT ব্যবহার করার আগ্রহ বেশি, কিন্তু প্রশিক্ষণ ও সাপোর্টের অভাবের কারণে তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটি ব্যবহার করতে পারেন না।

শিক্ষার্থীরা ICT-ভিত্তিক শেখায় অত্যন্ত আগ্রহী, যা ভবিষ্যতের ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ইতিবাচক দিক।

তবে ইন্টারনেট সংযোগ, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎসহ প্রযুক্তিগত সুবিধার ঘাটতি ICT ব্যবহারের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

এছাড়া, কিছু শিক্ষক ICT-কে একটি অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে দেখেন, কারণ—

পাঠ্যক্রম ICT-ভিত্তিক শিক্ষার উপযোগী নয়,

প্রয়োজনীয় কনটেন্ট বা প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পাওয়া যায় না।

তবে এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, ICT ব্যবহার করা স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শেখার আগ্রহ এবং বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা অন্যান্য স্কুলের তুলনায় বেশি দেখা গেছে।

উপসংহার (Conclusion)

গবেষণার ভিত্তিতে বলা যায় যে—

> ব্যাংকুরা জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ICT শিক্ষা একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ, তবে তা সফল করতে প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো এবং নীতি বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন।

ICT-র সঠিক ব্যবহার হলে—

শিক্ষাদান পদ্ধতি আরও আধুনিক, আকর্ষণীয় এবং কার্যকর হবে

শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়বে

শিক্ষার মান এবং সামগ্রিক ফলাফল উন্নত হবে

ICT-কে বাধা নয়, বরং ২১ শতকের শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তাবনা (Recommendations)

গবেষণার ভিত্তিতে কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করা হলো—

1. শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত ICT প্রশিক্ষণ ও Workshop চালু করা।
2. স্কুলে স্থায়ী ইন্টারনেট কানেকশন এবং প্রযুক্তিগত সাপোর্ট প্রদান করা।
3. ICT-ভিত্তিক বাংলা মাধ্যম উপযোগী লার্নিং কনটেন্ট তৈরি করা।
4. রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ICT সহকারী বা টেকনিক্যাল স্টাফ নিয়োগ করা।
5. সরকারি ও স্থানীয় প্রশাসনিক পর্যায়ে ICT বাস্তবায়নের মনিটরিং সেল তৈরি করা।

চূড়ান্ত মন্তব্য

যদি সরকারি উদ্যোগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সঠিকভাবে সমন্বিত হয়, তবে ICT ব্যাংকুরা জেলার গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষাকে একধাপ আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষায় রূপান্তর করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র (References)

1. Government of India. (2020). National Education Policy (NEP-2020). Ministry of Human Resource Development.
2. Government of West Bengal. (2022). ICT in Primary Education Framework. West Bengal School Education Department.
3. Mishra, S. & Patel, R. (2021). Challenges and Opportunities of ICT in Rural Education Sector in India. *Journal of Education and Innovation*, 9(2), 45-53.
4. Banerjee, P. (2022). Digital Learning Practices in Bengali Medium Primary Schools. *Indian Journal of Educational Research*, 5(1), 78-90.